অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয়, "বরেন্দ্র ভবন" রাজশাহী-৬০০০

মে ২০১৩

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

মে-২০১৩

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	২
২.	অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন চুক্তি ও উহার পক্ষগণ	২
৩.	চুক্তির মেয়াদ ও উহার নবায়ন	২
৪.	সামাজিক/অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন	২
৫.	উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি	২
৫.৩	সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া	৩
৫.৪	উপকারভোগী দল গঠন	৩
৬.	উপকারভোগীদের দায়িত্ব, কর্ম-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর	৩
৭.	ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩
৮.	ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ, ইত্যাদি	৪
৯.	ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব	৪
১০.	ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	৪
১১.	ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত	৪
১২.	বৃক্ষরোপণ, পাহারা ও পরিচর্যা	৪
১৩.	রোপিত বৃক্ষ চুড়ান্ত কর্তন ও পুনঃ রোপণ	৫
১৪.	আবর্তকাল নির্ধারণ, ইত্যাদি	৫
১৫.	সামাজিক বনায়নে বিএমডিএ'র দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫
১৬.	চুক্তিভুক্ত জমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য	৫
১৭.	চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬
১৮.	সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বন্টন	৬
১৯.	বৃক্ষরোপণ তহবিল ও উহার ব্যবহার	৬
২০.	বিরোধ মীমাংসা	৭
–	উপসংহার	৭
	বিভিন্ন ফরম ও চুক্তিনামা সংক্রান্ত	
–	স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের আবেদন (ফরম-ক)	৮
–	স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে উপজেলা/জোন কর্মকর্তা (সহকারী প্রকৌশলী'র) প্রতিবেদন (ফরম-খ)	৯
–	স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে অনুমতি (ফরম-গ)	১০
–	সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (ফরম-ঘ)	১১
–	চুক্তিনামা	১২
–	চুক্তিনামার শর্তাবলী	১৩-১৫

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রনয়নের জন্য অত্র দপ্তর স্মারক নং-বিএমডিএ/প্রঃপরিঃ/ব.ব.প্র/অংভিঃবৃঃরোঃ/১৪৬/২০০৯-২০১০/৫০৩৬ তারিখ-০৩.০৩.২০১৩ মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়ে খসড়া প্রস্তাবনার উপর আলোচনা করা হয়। অতঃপর ১৩.০৫.২০১৩ তারিখে সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে **"অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা"** শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রনয়ন করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংযুক্ত ঃ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা-১৫ পাতা।

১৩/৫/১৩
(মোঃ নুরুজ্জামান)
হিসাব রক্ষণ অফিসার
বিএমডিএ, রাজশাহী
ও
সদস্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

১৩/৫/১৩
উপ-ব্যবস্থাপক (কৃষি)
বিএমডিএ, রাজশাহী
ও
সদস্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

13.05.13
(মোঃ সমশের আলী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, রাজশাহী রিজিয়ন, রাজশাহী
ও
সদস্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

১৩/৫/২০১৩
(মোঃ আব্দুল লতিফ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, রাজশাহী
ও
সদস্য-সচিব, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

13.05.13
(ড়ঃ মোঃ আবুল কাশেম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বিএমডিএ, রাজশাহী
ও
সদস্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

১৩/৫/১৩
(মোঃ মনোয়ার হোসেন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বিএমডিএ, রাজশাহী
ও
সভাপতি, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র
সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম কমিটি।

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালা

ভূমিকা ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তার সূচনালগ্ন থেকে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম গ্রহন করিয়াছে। উক্ত প্রকল্প ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় অত্যন্ত সফলতার সাথে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিয়া আসিতেছে। প্রথমদিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের মরুময়তা রোধ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে কোন লভ্যাংশ বিভাজন ছাড়াই ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হইয়া আসিতেছে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রোপিত গাছ সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও চুরির হাত থেকে রক্ষার্থে লভ্যাংশ বিভাজন পদ্ধতি প্রচলন করিতেছে। বর্তমান বাস্তবতার আলোকে বনায়ন কার্যক্রম টেকসই, রোপিত চারা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, চুরির প্রবনতা হ্রাস এবং স্থানীয় জনগণকে বনায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্রতা হ্রাস করণের লক্ষ্যে বিএমডিএ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে।

২। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন চুক্তি ও উহার পক্ষগণ ঃ

১) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে, নিম্ন বর্নিত পক্ষসমূহ পারস্পারিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথাঃ-

ক) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

খ) ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী কোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;

গ) উপকারভোগী।

২) সম্পাদিত চুক্তিতে বিএমডিএ এবং উপকারভোগী অবশ্যই পক্ষ হিসাবে থাকিতে হইবে:

৩। চুক্তির মেয়াদ ও উহার নবায়ন ঃ

১) এই নীতিমালার অধীনে কোন চুক্তির মেয়াদ হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ

ক) স্ট্রিপ প্ল্যানটেশন, উডলট, কৃষি বনায়ন, বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ী ও পুকুরপাড় এবং অন্যান্য এলাকায় বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ১০ বৎসর যাহা মেয়াদান্তে দুই কিস্তিতে সর্বমোট ২০ বৎসর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য হইবে;

খ) ফলদ বৃক্ষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬০ বৎসর অথবা ফল প্রদানে সক্ষম বয়স পর্যন্ত।

২) চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের পারস্পারিক সম্মতিক্রমে বিএমডিএ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট চুক্তি মেয়াদান্তে নবায়ন করিতে পারিবেন।

৪। সামাজিক/অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়নের আবেদন, তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন ঃ

১) সামাজিক বনায়নের উপযোগী কোন ভূমিতে বনায়নের আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী বরাবরে নির্ধারিত নমুনা ফরম 'ক' মোতাবেক আবেদন করিবেন;

২) লিখিত আবেদন প্রাপ্তীর পর সহকারী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ এবং আবেদনকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নূন্যতম দুইজন প্রতিনিধি (যাহাদের মধ্যে একজন মহিলা সদস্য থাকিবেন) সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ৫ (পাঁচ) নম্বর ধারার (*উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি*) শর্তাবলী পালন সাপেক্ষে উপকাভোগীদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

৩) প্রাথমিক তালিকা চুড়ান্ত হইবার পর সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী'র নিকট নমুনা ফরম 'খ' মোতাবেক একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

৪) সহকারী প্রকৌশলীর প্রতিবেদন প্রাপ্তীর পর নির্বাহী প্রকৌশলী নিম্নলিখিত বিষয়াবলী যাঁচাই-বাছাই করিবেন–

ক) বনের সহিত নির্বাচিত উপকারভোগীদের সম্পর্ক; এবং

খ) বনায়ন কার্যক্রমে শ্রম বিনিয়োগ প্রদানের সামর্থ্য।

৫) নির্বাহী প্রকৌশলী যাঁচাই-বাছাই এর পর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্দ্যোগে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে উপকারভোগী নির্বাচনের চুড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

৬) উপকারভোগী নির্বাচনের পর এবং ধারা-২ এর অধীন চুক্তি স্বাক্ষরের পর নির্বাহী প্রকৌশলী নির্বাচিত উপকারভোগী স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নমুনা ফরম 'গ' মোতাবেক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের অনুমতি প্রদান করিবেন।

৫। উপকারভোগী নির্বাচন, ইত্যাদি ঃ

১) সাধারণভাবে কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উক্ত এলাকার উপকারভোগী নির্বাচিত হইবেন এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উপকারভোগী নির্বাচনে প্রাধিকার পাইবেন, যথাঃ

ক) ভূমিহীন;

খ) ৫০ শতাংশের কম ভূমির মালিক;

গ) দুস্থ মহিলা;

ঘ) অনগ্রসর গোষ্ঠী;
ঙ) দরিদ্র আদিবাসী;
চ) অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা অথবা মুক্তিযোদ্ধার অস্বচ্ছল সন্তান।

২) কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপকারভোগী না পাওয়া গেলে উক্ত এলাকার নিকটতম এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীগণের মধ্য হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা যাইবে;

৩) সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নরূপে করা যাবে ঃ

ক) সদস্য নির্বাচন কালীণ সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলরের (মেম্বার) নিকট থেকে সদস্যের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে জেনে নিতে হইবে;

খ) প্রার্থীর ভূমিহীনতা, দারিদ্রতা, কাজ করার প্রতি আগ্রহ এবং দলীয়ভাবে কাজ করার আগ্রহ সম্পর্কে অন্য উৎস থেকে জেনে নিতে হইবে;

গ) নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠান করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/কাউন্সিলরের (মেম্বারের) সভাপতিত্বে সদস্য নির্বাচন করতে হইবে;

ঘ) প্রাথমিক তালিকা চুড়ান্ত করণের পর বিএমডিএ'র উদ্দ্যোগে উপজেলা কমিটির চুড়ান্ত অনুমোদন এবং মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৪) উপকারভোগী দল গঠন ঃ

ক. দল গঠনকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দলের সদস্যরা সম-মনোভাবাসম্পন্ন হয় এবং তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা যথাযথভাবে হতে পারে। দলের সদস্য সংখ্যা ১৫-২০ জনের মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়;

খ. কোন পরিবার থেকে একজনের বেশী সদস্য গ্রহন করা যাইবে না;

গ. একই এলাকার বা গ্রামের লোক নিয়ে দল গঠন করিতে হইবে;

ঘ. একই দলে নিকট আত্মীয় গ্রহন যতদুর সম্ভব বর্জন করা শ্রেয়;

ঙ. দলের সভাপতি ও অন্যান্য দায়িত্ব প্রাপ্তদের দলীয় সদস্যরাই নির্বাচন করিবেন এবং এব্যাপারে বাইরের থেকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দলের সকল সদস্য পালাক্রমে বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হবে এটা নিশ্চিত করিতে হইবে;

চ. দলকে আর্থিক কোন হিসাব পরিচালনা করিতে হইতে পারে বিধায়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ আয়-ব্যয় ও ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকিতে হইবে;

ছ. উপকারভোগী গ্রুপের মধ্যে নূণ্যতম ২জন মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে;

জ. দলকে বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন, বাগান করার পরিকল্পনা, সৃজিতব্য বাগানে অন্তবর্তীকালীণ ফসল ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে হইবে। সৃজিত বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষনের মানসিকতা থাকিতে হইবে।

৬। উপকারভোগীদের দায়িত্ব, কর্ম-ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হস্তান্তর ঃ

১) উপকারভোগীগণ এই নীতিমালার অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তাহার দায়িত্ব কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা তাহাদেরকে স্ব-স্ব স্ত্রী অথবা স্বামী অথবা যে কোন উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং কোন উপকারভোগীর মৃত্যুতে তাহার দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাসমূহ তাহার উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক মনোনিত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে;

২) কোন উপকারভোগীর দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা এই নীতিমালার অধীনে হস্তান্তর করা সম্ভব না হইলে অথবা উক্তরাধিকারীগণ উক্ত দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা গ্রহণে সম্মত না হইলে অথবা উক্ত উপাকারভোগী যুক্তি যুক্ত কারণে সামাজিক বনায়ন পরিত্যাগ করিলে বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা (নির্বাহী প্রকৌশলী) এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত দায়িত্ব, কর্মব্যবস্থাপনা এবং সুবিধা হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং হস্তান্তরিত উপকারভোগী আনুপাতিক হারে সুবিধাসমূহের অধিকারী হইবেন।

৭। ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকায় নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে **"অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা"** কমিটি নামে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে, যাদের মধ্যে অন্ততঃত ২(দুই) জন মহিলা থাকিবেন, যথা ঃ

ক.	সভাপতি	১ জন
খ.	সহ-সভাপতি	১ জন
গ.	সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঘ.	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
ঙ.	সদস্য	৩ জন।

২) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সামাজিক বনায়ন এলাকার উপকারভোগীগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং তবে তাহাদের অন্তত ০২ (দুই) জন মহিলা সদস্য হইতে হইবে।

৮। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মেয়াদ, ইত্যাদিঃ

১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ দুই বৎসর এবং তাহারা পুনরায় নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন;

২) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পুর্বে সভাপতির বরাবরে লিখিত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৯। ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা-

ক) সামাজিক বনায়নে বিএমডিএ কর্তকর্তাগণকে সহায়তাকরণ;

খ) সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃষ্ট বনের সুষ্ঠ পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

গ) উপকারভোগীগণকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং নীতিমালার অধীন তাহাদের যথাযথ সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ;

ঘ) বিএমডিএ'র অনুমোদন সাপেক্ষে বৃক্ষরোপণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;

ঙ) চুক্তিভুক্ত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ নিস্পত্তিকরণ; এবং

চ) বিএমডিএ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

১০। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ঃ

১) এই নীতিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

২) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, এবং জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি সাত দিনের নোটিশে যে কোন সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবে;

৩) সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় সদস্যগণের দ্বারা নির্ধারিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

৪) ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত উহার সভায় গৃহীত হইবে;

৫) সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে;

৬) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যের সমর্থন পাওয়া না গেলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে উক্ত বিষয়টি উপজেলা বিএমটিএ কমিটির নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং উপজেলা বিএমডিএ কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে;

৭) ব্যবস্থাপনা কমিটি বৎসরে কমপক্ষে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করিবেন এবং প্রয়োজনে একাধিক সাধারন সভা করা যাইতে পারে। তবে সাধারণ সভার নোটিশ সভার কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন আগে জারী করিতে হইবে। সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নমুনা ফরম 'ঘ' তে সংযোজিত হইল।

১১। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত ঃ

১) কোন ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত সুপারিশে বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা (নির্বাহী প্রকৌশলী) উক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল করিতে পারিবেন।

২) ব্যবস্থাপনা কমিটি ধারা ৯ অথবা ১০ এর অধীনে কোন দায়িত্ব বা কার্য সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী উক্ত কমিটির সভাপতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন, যাহার অনুলিপি কমিটির অন্যান্য সদস্যকেও প্রদান করিতে হইবে;

৩) উপধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে সভাপতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন;

৪) নির্বাহী প্রকৌশলী উপধারা (৩) এর অধীন বিষয়টি অবহিত হইবার পর উহা সমাধানের চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করিবেন এবং কমিটির পরামর্শ ক্রমে অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিলুপ্ত করিতে পারিবেন। কমিটি বিলুপ্ত হইবার পর পুনরায় ধারা ৭ মোতাবেক নতুন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।

১২। বৃক্ষরোপণ, পাহারা ও পরিচর্যা ঃ

১) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বৃক্ষরোপণের জন্য প্রয়োজনীয় চারা উৎপাদন/ক্রয়, চারা পরিবহন, খুঁটি সরবরাহ এবং রোপণ ব্যয় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হইবে। চারা রোপণের পর পাহারা ও পরিচর্যার দায়িত্ব চুক্তিবদ্ধ গ্রুপ পালন করিবে;

২) চারা রোপণের পর চতুর্থ বছরে প্রয়োজনীয় থিনিং এবং প্রুনিং কাজ বিএমডিএ'র পরামর্শমত চুক্তিবদ্ধ উপকারভোগী গ্রুপ সম্পন্ন করিবে। এক্ষেত্রে থিনিং ও প্রুনিং এ প্রাপ্ত জ্বালানী উপকারভোগী গ্রুপ সমভাবে বন্টন করিয়া লইবে। তবে অষ্টম বছরে থিনিং ও প্রুনিং থেকে প্রাপ্ত জ্বালানী/কাঠ এর বিক্রয় মূল্য চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট পক্ষ প্রাপ্য হইবে;

৩) এছাড়া যে কোন সময় প্রয়োজনীয় পরিচর্যার কাজ বিএমডিএ'র পরামর্শ মোতাবেক উপকারভোগী গ্রুপ পালন করিবে।

১৩। রোপিত বৃক্ষ চুড়ান্ত কর্তন ও পুনঃ রোপণ ঃ

১) নির্ধারিত আবর্তকাল সমাপনান্তে বিএমডিএ এবং উপকারভোগী গ্রুপ যৌথভাবে রোপিত বৃক্ষ কর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। বিএমডিএ সরকারী বিধি মোতাবেক গাছ বিক্রয় করিবে;

২) প্রথম আবর্তকালের বৃক্ষ রোপন তহবিলে (ট্রি-ফার্মিং ফান্ড) গচ্ছিত অর্থ দ্বারা পুনঃ বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যার ব্যয় বহন করিবে।

১৪। আবর্তকাল নির্ধারণ, ইত্যাদি ঃ

১) সামাজিক বনায়নের অধীন উৎপন্ন বৃক্ষের আবর্তকাল বিএমডিএ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

২) কোন বৃক্ষের আবর্তকাল উহার রোপণেরর তারিখ হইবে নিম্নবর্ণিত মেয়াদের অধিক হইবে না, যথা-

ক. বনজ বনের ক্ষেত্রে ২০ (কুড়ি) বৎসর; এবং

খ. ফলদ বৃক্ষের ক্ষেত্রে উক্ত বৃক্ষ যতদিন স্বাভাবিকভাবে ফল ধারণ করিবে ততদিন পর্যন্ত।

৩) নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত নন-টিম্বার ফরেষ্ট প্রোডাক্ট বা কোন সামাজিক বনায়ন এলাকার কোন বৃক্ষের ডালপালা ছাঁটাই, কর্তন বা উৎপাটন করা যাইবে না, যথা-

ক. উক্তরূপ কোন বৃক্ষের যথাযথ বর্ধণ ও পরিপক্কতার প্রয়োজনে; অথবা

খ. উক্তরূপ কোন বৃক্ষের রোগাক্রান্ত হইবার কারণে; অথবা

গ. সরকারের কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রয়োজনে; অথবা

ঘ. ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিএমডিএ কর্তৃক স্বীকৃত কোন যুক্তিযুক্ত কারণে।

১৫। সামাজিক বনায়নে বিএমডিএ'র দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিএমডিএ নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা-

ক. উপকারভোগী নির্বাচন করা;

খ. বৃক্ষরোপণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

গ. সামাজিক বন সৃষ্টি ও উহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপকারভোগীগণকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনানুযায়ী কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার সহযোগীতা গ্রহণ করা;

ঘ. ভূমির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা, উপকারভোগী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের এবং অন্যান্যদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করা;

ঙ. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম এবং বৃক্ষরোপণ তহবিল পরিবীক্ষণ করা;

চ. প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ছ. চুড়ান্ত ভাবে আহরিত ফসল/কাঠ বাজারজাতকরণ এবং উহা হইতে লব্ধ আয় ধারা ১৮ এর অধীন প্রাপকগণের মধ্যে বন্টন করা;

জ. উপকারভোগীগণ কর্তৃক উপযুক্ত মানের বীজ বা চারা উৎপাদনে অসমর্থতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে উক্তরূপে বীজ বা চারা সংগ্রহে সহায়তা প্রদান করা; এবং

ঝ. যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে বা অন্য কোন অসুবিধা করে এইরূপ ডালপালা জরুরী প্রয়োজনে কর্তন করা।

২) বিএমডিএ উপধারা (১) এর দফা (খ) ও (ছ) তে বর্নিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

৩) বিএমডিএ কর্তৃক এতদউদ্দেশ্যে নিযুক্ত উহার কোন কর্মকর্তা উপকারভোগীগণের সহিত যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ে মাইক্রো-লেভেল সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যাহা বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা (নির্বাহী প্রকৌশলী) দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৬। চুক্তিভুক্ত জমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

চুক্তিভুক্ত ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল, যথা-

ক. চুক্তি বলবৎ থাকাকালীণ চুক্তিভুক্ত ভূমি বা ভূমির সুবিধা এমনভাবে হস্তান্তর করিতে পারিবে না; যাহা সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের জন্য ক্ষতিকর হয়;

খ. চুক্তিভুক্ত জমিতে রোপিত বৃক্ষের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সহযোগীতা প্রদান করিবে; এবং

গ. সামাজিক বনায়নে ব্যবহৃত ভূমির জন্য কোন প্রকার চার্জ বা ভাড়া আরোপ করিতে পারিবে না।

১৭। চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ চুক্তিভুক্ত উপকারভোগীগণ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করিবে, যথা-

ক. সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
খ. বিএমডিএ'র সহিত যৌথভাবে কর্ম পরিকল্পনা তৈরী;
গ. বৃক্ষরোপণের জন্য চারা উৎপাদন (প্রয়োজনে);
ঘ. বৃক্ষরোপণ ও রোপিত বৃক্ষের যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষাকরণ;
ঙ. বৃক্ষরোপন সাইটের রাস্তা/বাঁধ/খাল বা পুকুর পাড় সংলগ্ন ভূমির মালিক নির্ধারণে বিএমডিএকে সহায়তা প্রদান;
চ. অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক বৃক্ষ ঘনত্ব হ্রাসকরণ ও ছাঁটাইকরণ;
ছ. সামাজিক বনায়ন সংক্রান্ত কোন সভায় আমন্ত্রিত হইলে উপস্হিতি; এবং
জ. অনুমোদিত পরিকল্পনা মোতাবেক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

১৮। সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের বন্টন ঃ

১) ধারা ১৪ এর উপ ধারা (৩) এ বর্ণিত প্রয়োজনে বা উক্ত উপ-ধারাতে বর্ণিত যুক্তিসঙ্গত কারণে ছাটাইকৃত ডালপালা, প্রথম ঘনত্ব হ্রাসকরণ (First thinning) কালে কর্তিত বৃক্ষ এবং উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল সম্পূর্ণভাবে উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হইবেন;

২) ফলদ বৃক্ষের ফল, পরবর্তী সকল ঘনত্ব হ্রাসকরণকালে এবং আবর্তকাল পুর্ণ হইবার পর কর্তিত বৃক্ষ হইতে লব্ধ আয় বিভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে নিম্নবর্ণিত হারে বন্টিত হইবে, যথা-

ক) সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্বাধীন সংকীর্ণ ভূমিতে (স্ট্রীপ) বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
ক. বিএমডিএ	১০%;
খ. ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%,
গ. উপকারভোগীগণ	৪০%;
ঘ. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	১০%;
ঙ. রাস্তা/খাল পাড়/পুকুর পাড়/বাঁধ সংলগ্ন ভূমির মালিক	১০%; এবং
চ. বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

খ) বরেন্দ্র এলাকায় খাড়ি ও পুকুর পাড় পুনর্বাসন ও বনায়নের ক্ষেত্রে-

পক্ষ	প্রাপ্য হার
ক. বিএমডিএ	১০%;
খ. উপকারভোগীগণ	৪০%;
গ. ভূমির মালিক বা দখলদার	২০%;
ঘ. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	১০%;
ঙ. রাস্তা/খাল পাড়/পুকুর পাড়/বাঁধ সংলগ্ন ভূমির মালিক	১০%; এবং
চ. বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

১৯। বৃক্ষরোপণ তহবিল ও উহার ব্যবহার ঃ

১) প্রত্যেক সামাজিক বনায়ন এলাকার জন্য বৃক্ষরোপণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে;
২) তহবিল ধারা ১৮ এর অধীন সামাজিক বনায়ন হইতে লব্ধ আয়ের নির্ধারিত অংশ জমা হইবে;
৩) প্রথম আবর্তকাল পরবর্তী সকল বৃক্ষরোপণ ও উহার পরিচর্যার ব্যয়ভার তহবিল হইতে বহন করা হইবে;
৪) উপ-ধারা (৩) এ বর্নিত ব্যয় বহনের পর তহবিলে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা বন উন্নয়ন অথবা উপকারভোগীগণ কর্তৃক নার্সারী ও বাগান সৃষ্টিসহ বৃক্ষভিত্তিক কর্মকান্ড ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ব্যয়ভার বহন করার জন্য ব্যবহার করা যাইবে;
৫) তহবিলের অর্থ স্থানীয় যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব তফসীলী ব্যাংকে এসটিডি হিসাবে জমা থাকিবে এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও উপজেলা বিএমডিএ কমিটি কর্তৃক সম্মত একটি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্ধারিত খাতে খরচের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলীর স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে;
৬) ব্যবস্থাপনা কমিটি, উত্তোলিত টাকা ব্যয়সহ তহবিলের হিসাব যথাযথরূপে সংরক্ষণ করিবে এবং তহবিলের হিসাব সংক্রান্ত সকল বহি, বিবরণী, নথিপত্র উপকারভোগী এবং উপজেলা বিএমডিএ কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

২০। বিরোধ মীমাংসা ঃ

১) যথাচিত আনুপাতিক সুবিধাসহ সামাজিক বনায়ন চুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান অথবা কার্যকরকরণ পদ্ধতি অথবা কোন অবস্থা সম্পর্কিত যে কোন বিরোধ নিম্নলিখিত ব্যক্তি অথবা কমিটির দ্বারা চুড়ান্তভাবে নিস্পন্ন হইবে; যথা–

ক. ব্যবস্হাপনা কমিটির দ্বারা, যদি বিরোধটি উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়;

খ. সংশ্লিষ্ট বিএমডিএ কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়;

গ. একজন কর্মকর্তা দ্বারা, যদি বিরোধটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপকারভোগীদের মধ্যে উদ্ভব হয়।

২) ধারা (১) এর অধীন কোন মীমাংসার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান বা তাঁহার অবর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইবে;

৩) এই নীতিমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন কোন অবস্থার বা সমস্যার উদ্ভব হইলে তা সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০৪ এবং এর সংশোধণী–২০১০ অথবা সরকার কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ বিধানমতে সমাধান যোগ্য হইবে।

উপসংহার ঃ অংশীদারিত্তের ভিত্তিতে বিএমডিএ'র সামাজিক বনায়ন নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, রোপিত গাছের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হইবে। এই নীতিমালার আলোকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বনায়ন কার্যক্রমের সাথে অধিকহারে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ভবিষ্যতে চাহিদার প্রেক্ষিতে এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যাইবে।

ফরম 'ক'

ধারা-৪ (চার), উপ-ধারা-১ (এক) দ্রষ্টব্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের আবেদন

সহকারী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, --- জোন
-- ।

আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ .... জোন/উপজেলা/থানা এর আওতাধীন .... এলাকার তফসিলে বর্ণিত ভূমিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন করিতে আগ্রহী। আমাদিগকে উক্ত ভূমিতে বনায়নের অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছি।

তফসিল
ভূমির তথ্য

ক. ভূমির প্রকার-বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর --------------------------------- পরিমাণ ---------------- হেক্টর/কিলোমিটার;

খ. ভূমির মালিক (ব্যক্তিগত জমি হইলে) ....

গ. ভূমির বর্তমান অবস্থা ....

ঘ. ভূমির অবস্থান ঃ
মৌজা ঃ .... জেএল নং .... প্লট নম্বর ....
ইউনিয়ন ঃ .... উপজেলা ঃ ...., জেলা ঃ ....
*রাস্তা হইলে রাস্তার নামসহ এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত উল্লেখ করিতে হইবে ঃ ....
....

ঙ. ম্যাপ (সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

বাগানের তথ্য

ক. কি ধরণের বাগান সৃজনে আগ্রহী-উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য .... (উল্লেখ করুন)

খ. বৃক্ষ প্রজাতির নাম ....

গ. উপকারভোগীর সংখ্যা .... তালিকা সংযুক্ত ঃ ....

ঘ. বাগান সৃজনে অর্থের উৎস ....

ঙ. অর্থের পরিমাণ (অংকে) .... (কথায়) ....

স্বাক্ষর ও পূর্ণ নাম (ঠিকানাসহ)

ক্রঃ নং	নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর

G:\Afforestration\Letter and Others\Niteemala-Fainal.doc

ফরম 'খ'

ধারা-৪ (চার), উপ-ধারা-৪ (চার) দ্রষ্টব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

সহকারী প্রকৌশলী, -- জোন/উপজেলা ----------------------------------।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে উপজেলা/জোন কর্মকর্তা (সহকারী প্রকৌশলী'র) প্রতিবেদন

নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, -- রিজিয়ন
---।

.... জোন/উপজেলা/থানা এর আওতাধীন .... এ তফসিলভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন গ্রহণ করিবার জন্য সুপারিশ করা হইল/হইল না।

তফসিল
ভূমির তথ্য

ক. ভূমির প্রকার-বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর ---------------------------- পরিমাণ -------------------------- হেক্টর/কিলোমিটার;

খ. ভূমির মালিক (ব্যক্তিগত জমি হইলে) ....

গ. ভূমির বর্তমান অবস্থা ....

ঘ. ভূমির অবস্থান ঃ

মৌজা ঃ .... জেএল নং .... প্লট নম্বর ....

ইউনিয়ন ঃ .... উপজেলা ঃ ...., জেলা ঃ ....

*রাস্তা হলে রাস্তার নামসহ এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত উল্লেখ করুন ঃ ....
....

ঙ. ম্যাপ (সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

বাগানের তথ্য

ক. কি ধরণের বাগান সৃজন করা যাইবে-উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য .... (উল্লেখ করুন)

খ. বৃক্ষ প্রজাতির নাম ....

গ. উপকারভোগীর সংখ্যা .... (নামের চূড়ান্ত তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে)

ঘ. বাগান সৃজনে অর্থের উৎস ....

ঙ. অর্থের পরিমাণ (অংকে) .... (কথায়) ....

স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

পদবী ঃ সহকারী প্রকৌশলী

তারিখ ঃ ....

G:\Afforestration\Letter and Others\Niteemala-Fainal.doc

ফরম 'গ'

ধারা-৪ (চার), উপ-ধারা-৭ (সাত) দ্রষ্টব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)

------------------------------------- রিজিয়ন, ------------------------------- ।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে অনুমতি

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক .... জোন/উপজেলা/থানা এর আওতাধীন .... এর নিম্ন তফসিলভুক্ত জমিতে/ভূমিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের অনুমতি দেওয়া হইল। বাগান সৃজন .... আর্থিক সালের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। অন্যথায় অনুমতি বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

তফসিল
ভূমির তথ্য

ক. ভূমির প্রকার-বন ভূমি/স্ট্রীপ/খাস/চর ---------------- পরিমাণ -------------------- হেক্টর/কিলোমিটার;

খ. ভূমির মালিক (ব্যক্তিগত জমি হইলে) ....

গ. ভূমির বর্তমান অবস্থা ....

ঘ. ভূমির অবস্থান ঃ

মৌজা ঃ .... জেএল নং .... প্লট নম্বর ....

ইউনিয়ন ঃ .... উপজেলা ঃ ...., জেলা ঃ ....

*রাস্তা হলে রাস্তার নামসহ এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত উল্লেখ করিতে হইবে ঃ ....

....

ঙ. ম্যাপ (সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

বাগানের তথ্য

ক. বাগানের ধরণ-উডলট/কৃষি/স্ট্রীপ/অন্যান্য .... (উল্লেখ করুন)

খ. বৃক্ষ প্রজাতির নাম ....

গ. উপকারভোগীর সংখ্যা .... (নামের চূড়ান্ত তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে)

ঘ. বাগান সৃজনে অর্থের উৎস ....

ঙ. অর্থের পরিমাণ (অংকে) .... (কথায়) ....

স্বাক্ষর ঃ ....

নাম ঃ ....

পদবী ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী

তারিখ ঃ ....

ফরম 'ঘ'

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের -- গ্রামের/এলাকার উপকারভোগী গ্রুপের সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ ---

সময় ঃ ---

তারিখ ঃ ---

অদ্যকার সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জনাব -- কে সভাপতি নির্বাচন পূর্বক সভায় আসন গ্রহন করতঃ সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হইল।

উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর বা টিপসহি ঃ-

ক্রঃ নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি	ক্রঃ নং	নাম	স্বাক্ষর/টিপসহি
১)			১৪)		
২)			১৫)		
৩)			১৬)		
৪)			১৭)		
৫)			১৮)		
৬)			১৯)		
৭)			২০)		
৮)			২১)		
৯)			২২)		
১০)			২৩)		
১১)			২৪)		
১২)			২৫)		
১৩)					

--------------------- --------------------------- ------------------------------ ----------------
--------------------- --------------------------- ------------------------------ ----------------
--------------------- --------------------------- ------------------------------ ----------------
--------------------- --------------------------- ------------------------------ ----------------
--------------------- --------------------------- ------------------------------ ----------------

অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করিলেন।

স্বাক্ষর ঃ ---------------------------------------

(------------------------------------)

সভাপতি

অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম

------------------------------ এলাকার/গ্রামের উপকারভোগী গ্রুপ

ইউনিয়ন ঃ------------------, উপজেলা/জোন -------------------।

চুক্তিনামা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন সংযোগ সড়ক, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ও অন্যান্য ভূমিতে বনায়নের অধীনে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাগানের অর্ন্তবর্তী খালি জায়গায় কৃষিজ ফসল/ফলদ বৃক্ষ/পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ও ভূমি মালিক সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিনামা।

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল প্রকার সড়ক/বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলপথ/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন সংযোগ সড়ক/জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাধ ও অন্যান্য ভূমিতে বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য পরিবেশের ভারসাম্য আনায়নকল্পে (অতঃপর এই চুক্তিনামায় শুধু প্রকল্প বলিয়া উল্লেখিত হইবে) এর আওতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেহেতু বিএমডিএ এবং প্রকল্পের আওতায় যৌথভাবে স্থানীয় ভূমিহীন, দরিদ্র, কৃষিশ্রমিক পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা দরিদ্র বিধবা হইবেন এই ধরণের ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে উপকারভোগী নির্বাচন করা হইয়াছে সেহেতু অদ্য .... সনের .... মাসের .... তারিখে নিম্নলিখিত পক্ষ সমূহের মধ্যে অত্র চুক্তিনামার তফশিলে বর্ণিত জমি (যাহা অতঃপর এই চুক্তিনামায় উক্ত ভূমি বলিয়া উল্লেখিত হইবে) তে উৎপাদিত ফসল ভাগাভাগীর নীতিতে বৃক্ষরোপণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাগানের অর্ন্তবর্তী খালি জায়গায় কৃষিজ ফসল/ফলদ বৃক্ষ/পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য এই চুক্তিনামা সম্পাদন করা হইল।

১। বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ রেলওয়ে/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী/বিভাগীয় প্রকৌশলী......................... বিভাগ/সচিব, জেলা পরিষদ .... জেলা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) .... উপজেলা, জেলা -------------------, চেয়ারম্যান .... ইউনিয়ন পরিষদ/অন্যান্য ভূমি মালিকের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (প্রথম পক্ষ)।

২। বিএমডএ'র পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, ... রিজিয়ন/জোন (দ্বিতীয় পক্ষ)।

৩। উপকারভোগীবৃন্দ ঃ-

(১) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(২) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(৩) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(৪) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(৫) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(৬) জনাব .... পিতা ....
বেগম .... স্বামী ....
বাসস্থান (গ্রাম,ডাকঘর, উপজেলা ও জেলা)

(তৃতীয় পক্ষ, উপকারভোগীদের সমন্বয়ে)

চুক্তিনামার শর্তাবলী

১। অত্র চুক্তিনামা অদ্য .... তারিখ হইতে পরবর্তী .... বৎসরে/আবর্তকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের আলোচনা ও সম্মতি ক্রমে চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের যে কোন পর্যায়ে যদি ৩য় পক্ষের কোন উপকারভোগী অত্র চুক্তিনামার যে কোন শর্ত লংঘন করেন তবে ২ পক্ষে উক্ত উপকারভোগীরর স্থলে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী নতুন উপকারভোগী নিয়োগ করিতে পারিবে। ৩য় পক্ষের কোন সদস্য মারা গেলে অথবা অসামর্থ্য হইলে ২য় পক্ষ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী তাহার স্থানে তাহার উত্তোরাধিকারী মনোনয়ন দিতে পারিবে।

২। বিএমডিএ এবং .... সংস্থার মধ্যে .... তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষ ও ৩য় পক্ষকে চুক্তিনামার তফশিলে বর্ণিত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবে।

৩। ২য় পক্ষ প্রকল্পের মডেল অনুযায়ী বনায়ন কর্মসূচী ও বাগানের অর্ন্তবর্তী খালি জায়গা, কৃষি ফসল ও পশু খাদ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ, কৃষি ফসল রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণে তৃতীয় পক্ষকে সম্পৃক্ত করিবে।

৪। ২য় ও ৩য় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে ২য় পক্ষের চাহিদার সহিত সংগতি রাখিয়া গাছের প্রজাতি নির্বাচন, কৃষি ফসলের জাত নির্ধারণসহ ৩ নং শর্তে বর্ণিত প্রকল্পে মডেলের কিছু পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৫। ৩য় পক্ষ ২য় পক্ষের দেওয়া নির্ধারিত মডেল অনুসরণে তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করিতে সহায়তা করিবে। কর্মসূচী অনুযায়ী বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২য় পক্ষ ৩য় পক্ষকে সংগঠিত করিবে। ৩য় পক্ষ বাগান সৃজন ও রক্ষনাবেক্ষণে ২য় পক্ষকে সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। বাস্তবায়িত কর্মসূচী অনুযায়ী ৩য় পক্ষকে অর্ন্তবর্তী ফসল উৎপাদনের জন্য ২য় পক্ষ মডেল স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে। ৩য় পক্ষ অর্থকারী ফসল উৎপাদনের জন্য সড়ক, রেলপথ বা সংযোগ সড়কে লাঙ্গল কিংবা অন্য কোন প্রকার যন্ত্র দ্বারা ভূমি কর্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে চাষাবাদ করিতে পারিবে না। ৩য় পক্ষ সীম, লাউ, কুমড়া, পেঁপে, ভূট্টা, মরিচ, বেগুন, ঢেঁড়স, তুলা, আড়হর, মাসকলাই, নেপিয়ার ঘাস, প্যারাঘাস ইত্যাদি ফসল সড়ক/রেল পথের ধারে কোদালের সাহায্যে ভূমি প্রস্তুত করতঃ উৎপাদন করিতে পারিবেন। বাঁধ বা সড়কের পার্শ্বে কোন প্রকার কলাগাছ রোপণ করা যাইবে না। উৎপাদিত কৃষি ফষল ও পশু খাদ্য ২য় পক্ষকে অবহিত করিয়া ৩য় পক্ষ নিজে ব্যবহার বা বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার রাখিবেন। তবে উৎপাদিত ফসলের সঠিক পরিমাণ ও বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ প্রথম পক্ষকে যথা সময়ে অবহিত করিবেন।

৭। চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের যে কোন পর্যায়ে ৩য় পক্ষের কোন সদস্য যদি অত্র চুক্তিনামার কোন শর্ত লজ্ঞন করে তবে ২য় পক্ষ অত্র চুক্তিনামার ১ নং শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। সাথে সাথে শর্ত লজ্ঞনকারী ৩য় পক্ষের সদস্য তফশীল বর্ণিত ভূমি হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য থাকিবে। এই জন্য ৩য় পক্ষ বা ৩য় পক্ষের কোন সদস্য ১ম পক্ষ বা ২য় পক্ষের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবী অথবা আদালতে এতদব্যাপারে কোন মোকদ্দমা বা কোন প্রকার সালিশী দায়ের করিতে পারিবে না।

৮। চুক্তিনামার তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে ৩য় পক্ষ কোন প্রদার স্থায়ী বা অস্থায়ী ঘরবাড়ী অথবা ছাউনী নির্মাণ এবং উক্ত ভূমির আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৯। চুক্তিনামার তফশীলে বর্ণিত ভূমি ব্যবহারের জন্য ১ম পক্ষ, ২য় পক্ষ ও ৩য় পক্ষের নিকট কোন কর বা খাজনা দাবী করিতে পারিবে না।

১০। চুক্তিনামার তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে ফসল উৎপাদনের সময় যদি ভূমির কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় যেমন ইঁদুর কিংবা অন্য কোন প্রাণী গর্ত করিয়া ভূ-প্রকৃতি নষ্ট করে, তবে ৩য় পক্ষ নিজ শ্রম দ্বারা বা নিজ খরচে তাহা মেরামত করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

১১। জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে যদি ১ম পক্ষ চুক্তিনামার তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে কোন প্রকার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন মূলক কাজ করিতে চাহে, তবে ২য় পক্ষ এবং ৩য় পক্ষ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী ব্যতিরেকে উক্ত ভূমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে এ ব্যাপারে ১ম পক্ষ অন্তত দুই মাস পূর্বে ২য় পক্ষ ও ৩য় পক্ষকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে। এই চুক্তিনামার কোন শর্ত ১ম পক্ষকে তাহাদের ভূমিতে জরুরী মেরামত কাজে কোন প্রকার বাধা বা জটিলতা সৃষ্টি করিবে না।

১২। সড়ক ও রেললাইনের আভ্যান্তরীণ বাঁক, রেলওয়ের আউটার সিগনাল হইতে ষ্টেশন পর্যন্ত কিংবা লেবেল ক্রসিং বা রেলসেতুর দুই পার্শ্বের এপ্রোচ সমূহে এবং সড়ক, রেল ও পানি পথে যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এমন সকল স্থানে কোন প্রকার বৃক্ষ বা কৃষিজ ফসল উৎপাদন করা যাইবে না।

১৩। ৩য় পক্ষ তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে রোপিত বৃক্ষের চারা গরু, মহিষ, ছাগল বা মনুষ্য দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়, এইরূপ নিরাপত্তা প্রদানে এবং সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষণে বাধ্য থাকিবে। কোন দুস্কৃতকারী কর্তৃক বাগান ক্ষতিগ্রস্থ হইলে ৩য় পক্ষ, ২য় পক্ষের সহায়তার শীঘ্রই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। যদি ৩য় পক্ষের অবহেলার কারণে প্রতিষ্ঠিত বাগান ক্ষতিগ্রস্থ বা বিনষ্ট হয় তবে বিনা পারিশ্রমিকে ৩য় পক্ষ নিজ খরচে উক্ত বাগান পূনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। সৃজিতব্য ফসলের আগাছা বাছাই, শুণ্যস্থান পুরণ ও চতুর্থ বছরের প্রথম বাছাই কাটার (থিনিং) কাজ ৩য় পক্ষ সম্পাদন করিবে। আগাছা বাছাই ও শুণ্যস্থান পুরণের কাজের জন্য ৩য় পক্ষ ২য় পক্ষের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক পাইবে। প্রথম বাছাই কাটার সকল গাছ, ডালপালা ইত্যাদির বিক্রয় মূল্য তৃতীয় পক্ষ পাইবে। প্রথম বাছাই কাটার জন্য বৃক্ষ নির্বাচন, মার্কিং ইত্যাদি ২য় পক্ষের নির্দেশনায় সম্পাদন করা যাইবে।

১৫। বৃক্ষরোপন আবর্তকাল (বনজ এর জন্য সর্বনিম্ন ১০ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৩০ বৎসর, ফলদ এর জন্য ৬০ বৎসর অথবা যতদিন ফল ধারন করিবে) শেষে কর্তিত বৃক্ষ হইতে যে আয় হইবে, তাছাড়া ফল ও অন্যান্য গাছ বিক্রয় বাবদ যে আয় হইবে তাহা নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা হইবে।

স্ট্রীপ বনায়নের ক্ষেত্রে	
পক্ষ	প্রাপ্য হার
ক. বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ	১০%;
খ. ভূমির মালিক বা দখলী স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বা সংস্থা	২০%,
গ. উপকারভোগীগণ	৪০%;
ঘ. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	১০%;
ঙ. রাস্তা/খাল পাড়/পুকুর পাড়/বাঁধ সংলগ্ন ভূমির মালিক	১০%;
চ. বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%।

খাল/খাড়ী ও পুকুর পাড়ে বনায়নের ক্ষেত্রে	
পক্ষ	প্রাপ্য হার
ক. বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ	১০%;
খ. উপকারভোগীগণ	৪০%;
গ. ভূমির মালিক বা দখলদার	২০%;
ঘ. বৃক্ষরোপণ তহবিল	১০%;
ঙ. রাস্তা/খাল পাড়/পুকুর পাড়/বাঁধ সংলগ্ন ভূমির মালিক	১০%;
চ. স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	১০%।

বিঃ দ্রঃ চুক্তি নামা করার সময়ে স্ট্রীপ বনায়ন/খাল, খাড়ী ও পুকুর পাড়ে বনায়ন করার জন্য প্রয়োজ্য অংশ রেখে বাকী অংশ কেটে দিতে হইবে।

১৬। ১৫ নং শর্তে বর্ণিত বৃক্ষরোপণ তহবিল (ট্রি ফার্মিং ফান্ড) অত্র চুক্তিনামায় তফশীলে বর্ণিত ভূমিতে পূনরায় বাগান সৃজনের জন্য ব্যবহার করা হইবে। উক্ত ফান্ড বিএমডিএ কর্তৃক পরিচালিত একটি পৃথক একাউন্টে জমা হইবে এবং একটি পৃথক নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

১৭। সম্পাদিত চুক্তিনামায় বর্ণিত কোন শর্তের ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা দেখা দিলে বিষয়টি মিমাংসার জন্য জেলা বন বিষয়ক সমন্বয় কমিটিতে উত্থাপন করা হইবে এবং উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ভূমির তফশীল

স্ট্রীপের প্রকার বাঁধের ধারে সড়কের ধারে রেলপথের ধারে

কাউন্সিল সড়কের পার্শ্বে

স্ট্রীপের অবস্থান ঃ

.... ইউনিয়ন .... উপজেলা .... জেলা .... স্ট্রীপ দৈর্ঘ্য .... হতে .... মোট দৈর্ঘ্য .... কিঃ মিঃ রোপিত চারার সংখ্যা .... টি।

যাহার মধ্যে স্বল্প মেয়াদী (যথা ....) .... টি

দীর্ঘ মেয়াদী (যথা ....) .... টি

ফলদ বৃক্ষ (যথা ....) .... টি

ঔষধী বৃক্ষ (যথা ....) .... টি

স্বাক্ষীসমূহঃ

০১।		প্রথম পক্ষ
০২।		
		দ্বিতীয় পক্ষ
০৩।		
০৪।		তৃতীয় পক্ষ

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামী	ঠিকানা	স্বাক্ষর